Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভাশঙ্কর সরকার

8
13/243

পবিত্রতা

(প্রথম খণ্ড)

LIBRARY
No. 22/243
Sri Sri Anandamayee Ashram,
BANARAS

শ্রীশ্রী বালব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর উপদেশ-সংগ্রহের অন্যান্য গ্রন্থ

১। শ্রীবীরেন্দ্রবাণী (প্রথম খণ্ড)
২। নির্দ্দেশ (প্রথম খণ্ড)
৩। তত্ত্বসার (প্রথম খণ্ড)
৪। চর্চ্চা (প্রথম খণ্ড)
৫। নীতিবাদ (প্রথম খণ্ড)
৬। কালচার (প্রথম খণ্ড)
৭। চক্রতত্ত্ব (প্রথম খণ্ড)
৮। শূন্য ? (প্রথম খণ্ড)
৯। কামকাঞ্চন (প্রথম খণ্ড)
১০। প্রণয় ?
১১। সাহিত্য (প্রথম খণ্ড)
১২। কামকাঞ্চন (প্রথম খণ্ড)
১৩। আভিজাত্য
১৪। অভিব্যক্তি
১৫। একত্ব
১৬। স্বাস্থ্যতত্ত্ব
১৭। Illusion or Reality ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪৭১৬

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

11/263

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

PRESENTED

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সান্যাল
PRESENTED

পবিত্রতা

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীশ্রী বালব্রহ্মচারীর বাণী-সংগ্রহ

LIBRARY
No. ২১/১৩৩
Sri Sri ... Ashram

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তি দাস মজুমদার
শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য
কর্তৃক
সঙ্কলিত ও সম্পাদিত

সংগ্রহতত্ত্ব পাব্‌লিশার্স
৪৬, ভূপেন্দ্রবসু এভেনিউ কলিকাতা — ৪
প্রথম সংস্করণ, ১৩৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৬১

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :—
শ্রীযোগেশচন্দ্র বিশ্বাস
সংগ্রহভত্ব পাবলিশার্স
৪৬, ভূপেন্দ্র বসু এভেনিউ
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
শ্রীপ্রিয়প্রসাদ গুপ্ত

মুদ্রাকর :—
দেবদাস নাথ, এম-এ, বি-এল
সাধনা প্রেস, ৬৭ হিদারাম ব্যানার্জ্জি লেন,
কলিকাতা—১২

মূল্য—এক টাকা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

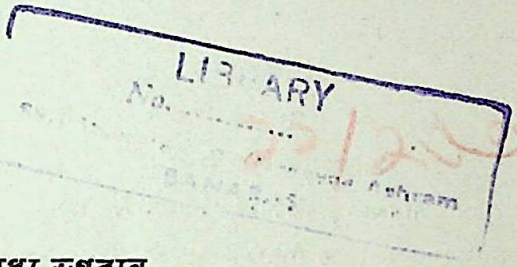

পরমারাধ্য ভগবান্

বালক ব্রহ্মচারী

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীঠাকুরের

শ্রীপাদপদ্মজে এই গ্রন্থ

অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের উন্মাদনায় কর্ত্তব্যের প্রেরণায়, তত্ত্বের গভীরতায়
নিজেদের হারিয়ে যখন সব ভুলে বসে থাকতাম
তখন যাদের দৃত প্রাণ পাত্র সম্মুখে এনে ধরত,
সেই স্নেহ করুণার মূর্ত্ত প্রতীক

শ্রীলিলি চক্রবর্ত্তী

ও

শ্রীবিঠল দাস ঠক্করের

কথা আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

আমাদের কথা

একদিন ঠাকুরকে আমরা বলেছিলাম, 'ঠাকুর, তোমার নিজের হাতে সহজ করে যদি তত্ত্বগুলো লেখ, তবে জনসাধারণের বুঝতে খুব সুবিধে হয়।' ঠাকুর বললেন, 'একবার তো লিখেছিলাম সেটা তো অন্যে আত্মসাৎ করেছে ; তা ছাড়া যখন যে ভাবে যা বলছি তাতো তোমরা লিখেই নিচ্ছ, আর mine-আকারে যেটা দিচ্ছি সেটা খনন করলেই সব মিলবে—বোধ্য সবই ; উপদেশমূলক বাণী—সেখানে সমস্ত রকম ভাষার সাহায্য নিয়েই এগুলো বলা হচ্ছে বা এ উপদেশগুলো দেওয়া হচ্ছে, বুঝার কোন অসুবিধা নেই একটু মন দিয়ে যদি কেউ পড়ে। সাধারণতঃ যে রকম গল্পগুচ্ছ বা গল্পসমষ্টি আছে, তত্ত্ব সে রকম হঠাৎ বললে মুখরোচক হবে না, এ জিনিষই হচ্ছে চর্ম্মাবৃত যে দেহ তাতে যে সৌন্দর্য্য বা আকর্ষণ, যে ভালবাসা ও প্রেম ঐ সৌন্দর্য্যের উপর তা যেমন প্রতিষ্ঠিত, এর একটু ভেতরে গেলেই, ভেতরে চিন্তা করলেই এগুলো আর থাকে না, তখন সেগুলো অবজ্ঞার চক্ষেই পড়ে যায়। বিষয়ানুরক্ত যে কথাটা এর অনুতে গেলেই আর অনুরক্তি থাকে না, বিরক্তিতে এসে দাঁড়ায়—এই হল এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভেদ, আমার তত্ত্ব হল ঐ বাইরের চামড়ার এক পর্দ্দা নীচে।

এখন যেই বিষয়ানুরক্ত বা বিষয়াসক্ত সেই বিষয়বস্তু নিয়েই আমার তত্ত্ব, সেই তত্ত্বতে যে অনুরক্ত হবে, সে-ই বিষয়বস্তুর সন্ধান পাবে। সাধারণতঃ যে সন্ধানের দিকে যতটা দেখছি বিষয়তে আছে ঠিকই বিষয়াবরণে আছে। এ আবরণের পরে আর যেতে সহজে কেউ চায় না; এখন ঐ আবরণের যে বিবরণ চলতির দিক্ দিয়ে সেটা খুব রুচিকর, তাই ঐ জাতীয় সাহিত্য গ্রন্থ ইত্যাদি—ঐ সীমার মধ্যেই থেকে নড়াচড়া; তবে এইটুকুনু ঠিকই যে যতটুকুনু যে বিষয়বস্তু জানিয়ে গেছেন ঐ বিষয়টুকুনুতে অনুরক্ত ঠিকই আছে।

জানিয়ে দিলে যে বিষয়ানুরক্ত হয় সেটা ত বিরল নয়; সুতরাং একদিক্ দিয়ে বিষয়বস্তুতে ঠিকই আছে, সাধনার অতি সাধনায় যখন এই বিষয়কে সহজ করে বোধগম্য করেছে, এর পরবর্ত্তী বিষয়বস্তুসমূহকে বোধগম্য করে দেওয়ার জন্য আর এক গ্রন্থ করছি। তত্ত্ব সংযুক্ত বলেই তত্ত্ব বিষয় আছে বলে তত্ত্ব গ্রন্থ নাম নিয়েছে—অবস্থা একই, এখনও যে অবস্থা সহজ হলে সেটা আবার এই অবস্থায় পরিণত হবে। সমস্ত তত্ত্বকে এভাবে সহজ করে দেওয়াই আমার ইচ্ছা। বস্তুত্বে যেন এই মন সহজ হয়ে যায়। আজ যে সহজে এই বহিরাবরণে যে মন আকৃষ্ট তাতে যে তত্ত্ব বিন্যাস, পরবর্ত্তী তত্ত্বের বিন্যাসেও যেন এই থাকে। এইভাবে এইভাবে যতদূর পর্য্যন্ত এই বস্তু ও তত্ত্ব আছে, মনও যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
PRESENTED

সেভাবে চলতে থাকে, আর সব সময়ই যেন এই সহজবোধই থেকে যায়।

দেখ, এই চমৎকৃত কিংবা আনন্দিত কিংবা দুঃখিত—এই অবস্থা-গুলো বহিরাবরণ বা বহির্জগৎ বা পরিদৃশ্যমান জগৎ, পরিদৃশ্যমান জগতের বহির্জগতে যে তত্ত্ব পরিদৃশ্যমানের উপরই মনো-নিবেশ করে বা গ্রন্থরাজি হতে বিশ্লেষণযুক্ত তত্ত্ব নিয়ে যে মনে নানাপ্রকার দুঃখ দৈন্য আনন্দভাব বৈরাগ্যভাব যত মনের ভেতর হতে থাকে, সেগুলো ঠিক বহির্জগতেরই যেন আরেকটি রূপ এ দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়েতেই তা হয়ে থাকে। ঐ রূপেরই প্রতিবিম্ব বিম্বিত হচ্ছে এই ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে। যেমন বহির্জগৎ স্থূল এও তেমনি স্থূল। বহিরাবরণ স্থূল ও বহিরাবরণ দেহ স্থূল দুইয়েরই সমভাবে যে ফুল ফুটছে সেটা বহির্মুখী হয়েই ফুটছে। আর এই বহিরাবরণ দেহ ও বহিরাবরণ—দুই স্থূলেরই সমভাবে যে ফুল ফুটছে সেটা বহির্মুখী হয়েই, তার সুগন্ধিও বহিরাগত অদৃশ্য থেকেও অদৃশ্য বস্তু ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই উপলব্ধ অনুভূত এই রকম অদৃষ্ট ও অদৃশ্য বহু বহু বস্তু এই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারাই হয় অনুভূত, বহির্গত ইন্দ্রিয় অদৃষ্ট ইন্দ্রিয় সমষ্টিরই সংযুক্ত, তা অদৃশ্য হয়েও দৃশ্য অনুভূত, এই বহির্গত সমস্ত নিয়েই অন্তর্নিহিত অদৃষ্ট বা অদৃশ্য যা যা বিষয়বস্তু আছে সেই আছে-বস্তুর সম্মুখীন হচ্ছি, এই বহির্গত বিষয়বস্তু দিয়েই যেখানেই গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি সেখানেও এই বহির্গতে যেভাবে আছি, সেইভাবে সেখানেও গিয়ে থাকব, আর বিষয়বস্তুর তত্ত্বসম্পর্কে জ্ঞাত হব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অজ্ঞাত বস্তুর সম্মুখীন হচ্ছি—জ্ঞাত ও অজ্ঞাত—জ্ঞাত বস্তুতেই সেই অজ্ঞাত বস্তুর সাড়া পাচ্ছি।

এখন সেই অদৃষ্ট বা অদৃশ্য তত্ত্ব আমরা বহির্গত বিষয়বস্তু দিয়েই তা জ্ঞাত; অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট বা অদৃশ্য —এটা শুধু ভাষাতেই বা নামে অভিহিত, বস্তুর বস্তুত্বের দিক্ দিয়ে বিচার করতে গেলে বস্তুই যে সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব আমরা এই বহির্গত বস্তু নিয়েই বস্তুত্বের সম্পর্কে জানতে যাচ্ছি ও জানাচ্ছি, প্রকারান্তরে বস্তু সবই জানা। তোমরা দৈনন্দিন যে উপদেশবাণীগুলো নিচ্ছ প্রতিটির খণ্ড খণ্ড জেনে শেষ অবস্থা-টুকুনু না জানা পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত মন্তব্য সেই পর্য্যন্তই তোমাদের থাকার চিন্তা। প্রত্যেকের সব দিনের সব উপদেশ ক্লাশে যোগ যোগ দেওয়ার সুবিধে হয়ে উঠে না। তাই এক একদিনের মন্তব্যে তখনকার জন্য এই বিচার করে বসবে না যে ইহাই শেষ; পরবর্ত্তী এই বস্তুর তত্ত্ব খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে একদিন দেখব বস্তুও নেই তত্ত্বও নেই। যখন দেখব বস্তুও নেই তত্ত্বও নেই, কিছুই নেই যে বলছে সেও নেই, কি করে যে বলছে এও নেই, ক্রমশঃ ক্রমশঃ বস্তুর ভেতর দিয়ে যে অবস্থায় গিয়ে উপস্থিত হবে তাই তখন জানতে পারবে। তোমরা লেখনীতে যেগুলো আবদ্ধ করছ সেগুলো তত্ত্বান্বেষণের দিকে চলতে থাকবে, ক্লাশের সমস্ত উপদেশ একত্র করলে এর মূল অর্থ বুঝতে পারবে, আর সমস্ত ক্লাশের উপদেশাবলী একত্র করলে এর মুল অর্থ বুঝতে পারবে। কারণ, তোমরা যখন প্রতিটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানকার অবস্থার সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংযোগ করেই বিষয়-বস্তুর তত্ত্ব বলতে হয়। এই খুচরো খুচরো প্রশ্ন মীমাংসার দ্বারা মীমাংসিত বস্তুর সমাধান হয় না। ব্যবহারিক ভাষা দিয়ে সমস্ত ভাব প্রকাশ হয়, ভাব ভাষাতীত; তবে এই ভাষা দিয়েই সেই 'অতীত'কে ভাষায় এনে তার আভাস উপলব্ধিত করিয়ে দেওয়া যায়। ব্যবহারিক ভাষার উপরেই সবকিছু মন্তব্য হয় না, মন্তব্য করা যায় না। ব্যবহারিক ভাষার উপর মন্তব্য করার আগে সমস্ত বিষয় ও ভাব তোমরা আগে জেনে নেবে।

কতগুলো তত্ত্ব আছে, কতগুলো সংস্কারযুক্ত করা হয়। সংস্কারের ভেতর দিয়েই সংস্কার কয়েকটি নাড়াচাড়া করে তোমাদের দিয়ে দেওয়া হল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে সংস্কারমুক্ত করা; যা বলা হল তাতে বুঝা গেল সংস্কারযুক্ত, কিন্তু তাতে এই বুঝা গেল না যে আমার তত্ত্ব সংস্কারযুক্ত। আমি তোমাদের বললাম, 'এই বস্তুর ধ্যান কর'; 'ধ্যান কর' বললেই এই বুঝা গেল না যে একটা মূর্ত্তির উপাসনা বা একটা সংস্কারের উপাসনার দ্বারা ধ্যানে রাখলেন—এই ধ্যানটা সাময়িক কোন প্রলেপের জন্য দেওয়া হল। পরবর্ত্তী অবস্থা না জেনে হঠাৎ মন্তব্য করবে না; কারণ, এইটুকুনু ঠিকই—একটা পোষা হাতী দিয়ে অজস্র জংলী হাতী নিয়ে আসে; সেই পোষা হাতী এমনি ভাবে খেলে ওদের সাথে দলবদ্ধ হয়ে ওর আকর্ষণেই সবাইকে নিয়ে আসে। আমার কথা হল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ব্যক্তি তত্ত্বে বা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে তার কার্য্যকলাপ-গুলোর উপর বিচার করলেই চলবে না, শেষ না দেখা পর্য্যন্ত। কারণ, জ্ঞানগহ্বরে পৌঁছে দেওয়া যদি আমার কাজ হয়ে থাকে, আমি যদি পোষা হয়ে থাকি তবে আমার কর্ত্তব্য হবে তোমাদের নানারকম খেলার ভেতর দিয়ে ঐ গহ্বরে পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং এখানে পৌঁছে না দেওয়া পর্য্যন্ত, কুম্ভকারের মূর্ত্তি তৈরীর পূর্ব্বাবস্থা, দেখতে সেটা মোটেই রুচিকর নয়। রুচিপূর্ণ তখনই হবে যখন মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ তৈরী হবে, তাই কার্য্যকলাপের শেষ পর্য্যন্ত জেনে নেবে, কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য জানবে, তারপর তৈরী হতে থাকবে, তাই তোমাদের প্রথম উদ্দেশ্য জানাব, তারপর মূর্ত্তি তৈরীর কাঠামো ইত্যাদি—এগুলো সব সময় মনে রাখবে। অনেক সময় অনেকে নানাপ্রকার ভুল করে বসে না বুঝে। একজনের আঙ্গুল দেখলেই কিন্তু তাকে চেনা গেল না, তারপর হাতটি বাড়িয়ে দিল চেনা গেল না, সমস্ত অঙ্গটুকুনু না দেখা পর্য্যন্ত ধারণাতেই থেকে যাচ্ছে—এই তো সেই, মনে হয় এই হবে। 'এই মনে হয় মনে হয়' চলতে চলতে নানারকম সমস্যার মাঝে থেকে যাবে; সমস্যা তখনই সমাধান হবে সম্পূর্ণ অঙ্গ যখন দৃষ্টি গোচরে আসবে। আমারও সেই কথা—সম্পূর্ণ অঙ্গ পূর্ণভাবে তখন এই জ্ঞানগহ্বরে আসবে, তখনই সেই সম্পর্কে জানতে পারবে যে আমরা কোথায়, বা আছি কি নেই সেই সমস্যার সমাধান হবে। তখন শূন্যই হক, মহাশূন্যই হক, কিছুই নেই হক, একটা কিছু বের হয়ে যাবে, উদ্দেশ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমাপাকর লাইব্রেরী
LIBRARY
Sri Sri Anandamayee Ashram

উদ্দেশ্য তখনই জানতে পারবে, তা হলেই হবে। এই অযথা বিবাদ—কে কোন মতে আছে, কে কোন পথে আছে—কোন চীৎকারই আর থাকবে না। তাই অবস্থানুযায়ী যখন যা দেওয়া কর্ত্তব্য, অবস্থা বুঝে বুঝে দিয়ে যাব, মূর্ত্তি তৈরী হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনো কিছু বুঝলে জিজ্ঞেস করবে এখানকার কি অর্থ, তা হলেই তখনকার মীমাংসা হবে। তোমাদের যে অনুরোধ তোমরা যে জানিয়েছ, সময়ান্তরে এই বিষয়ে যতটা পারি চেষ্টা করব।'

ঠাকুর সহজভাবে সহজ ভাষায় বারবার করে আমাদের বুঝিয়ে দিতেন। "তিনি আমাদের বলতেন, 'দেখ, ভাষার অভাবে সেই ভাবকে বুঝানো একটু অসুবিধে, তাই যখন যে বিষয়বস্তু আলাপ করবো তা না বুঝলে আমাকে বার বার জিজ্ঞেস করবে, তাতে আমি মোটেই বিরক্তি বোধ করবো না।' তাই যখনই যে বিষয়বস্তু না বুঝতাম, তখনই তা বুঝে নেওয়ার জন্য সমাধানের জন্য বার বার জিজ্ঞেস করে নিতাম। সাধারণতঃ উপদেশ দেওয়ার আগে তিনি বলতেন, 'তোমরা অনেক পণ্ডিত ও বিদ্বান্ লোক উপস্থিত, তোমাদের ভাষার গুণে বুঝবে ও বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। কারণ, গ্রন্থের পরিচয়ে আসার সুযোগ আমার হয়নি, আমার সম্পর্ক বাচ্চা বয়স হতে ভাবের সঙ্গে হওয়াতে, ভাবই হয়ে গেছে আমার এক জাতীয় ভাষা, তাই পুস্তকাদির ভাষা ভাবে আনতে সময় পাইনি। ভাবছিলাম, গ্রন্থের ভাষার সাহায্যে ভাবকে প্রকাশ করবো, কিন্তু এমনি লোকের ভিড়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'গুরু'ই সাজবো, না পুস্তকই পড়বো। তাই এই মহান্‌গিরি রাখতে গিয়ে আমার আর ভাষার রাজত্বে যাওয়ার সময় হয়ে উঠেনি, যতটুকু ভাবরাজত্বে বিরাজ করেছি, তার সম্পর্কে যতটুকু অবগতে এসেছি, আমার জানাই যে শেষ জানা, সেটুকু আমার পক্ষে বলা সমীচীন হয় না। শুধু এইটুকু বলতে চাচ্ছি, আমার বুঝে যতটুকু বুঝেছি, ততটুকুই তোমাদের জানিয়ে যাচ্ছি। তাই একটি সহজ কথাকেও একটি সহজ ভাবকেও বুঝাতে গিয়ে আমার যত পরিশ্রম করতে হয়, একটা ভাষা জানা থাকলে যে জিনিষটাকে সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যেতো, আমি সে জিনিষের সঙ্গে সম্পর্কিত নই বলে হাতড়াতে হাতড়াতে এতদূর এগিয়ে যাই সেই বিষয়বস্তুকে অবগত করিয়ে দেওয়ার জন্য, যা তোমাদের নিকট বিরক্তিস্বরূপ হলেও আমি নিজে বিরক্তবোধ করি না। তাই অনেক সময় একটা বিষয়বস্তুকে বার বার ফেনিয়ে ফেনিয়ে পুনঃ পুনঃ সেই বস্তুকে বুঝিয়ে যাচ্ছি একই জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়ে। এখানে যদি শব্দসম্পদ্ থাকতো, তবে সম্পদের পরিচয় ভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতো—মূক হওয়ার চেয়ে 'উষ্মূকতা' তো একটু আছে। নিজের এই চিদানন্দের একটু আভাস দিতে যে সমর্থ আছি, তাতেই নিজে একটু আনন্দ অনুভব করছি।' " *

নিয়মিত ক্লাশে প্রদত্ত বাণীসমূহ অনাবিল অনর্গল গতিতে বের হয়ে আসত ঠাকুরের শ্রীমুখ হতে। ভাষণের দ্রুততায় তা

* 'শ্রীবীরেন্দ্রবাণী' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

লেখনীতে ধরে রাখা আমাদের পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য, তথাপি ঠাকুরের কৃপায় যা উদ্ধৃত করতে সমর্থ হয়েছি, প্রদত্ত ভাষণের সমস্ত তথ্যই তাতে আছে বলেই আমাদের নিশ্চিত ধারণা ও বিশ্বাস। সঙ্কলিত গ্রন্থে ভাব, ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ বা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি যদি থেকে থাকে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমরাই।

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য্য
শ্রীশান্তিদাস মজুমদার
শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমাশেকর সরকার

আভাস

আমাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন হচ্ছে 'পবিত্রতা'। সেদিন ক্লাসে এ সম্পর্কে ঠাকুর আমাদের 'নোট' দিচ্ছিলেন, পরে আরও বলার তাঁর ইচ্ছা ছিল কিন্তু বিশেষ কোন অবস্থার জন্য সেদিন আর সম্পূর্ণ বলা হয়নি। পরবর্ত্তী খণ্ডে সেগুলো জানান হবে। ঠাকুরের প্রতিটি উপদেশের ভেতর দিয়ে সেই একই সুর আমরা পাচ্ছি— তাঁর উপদেশগুলো সবই প্রচলিত সংস্কার বিমুক্ত। যে সংস্কারের দ্বারা স্বাধীন বা মুক্ত চিন্তার ব্যাঘাত জন্মে সেই সংস্কার বর্জ্জিত ক'রে দেওয়াই তাঁর অন্যতম একটি কাজ।

ঠাকুর বলেন, "সৃষ্টি সংস্কারমুক্ত; আবার একে যদি সংস্কার-যুক্ত নাম দেওয়া যায় তাও আপত্তিকর হবে না। এই সৃষ্টির যে নিয়মাবলী— সে নিয়মই যদি আবার পালন করা যায় তা অপরাধমূলক নয়। ক্লেদ— তা ঘৃণার বস্তু সবার কাছে নয় সুতরাং তা ঘৃণার নয়। বস্তু বিশেষে বস্তু—ব্যক্তিগত বোধে যা গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য তা ব্যক্তিগত বোধেতেই ন্যস্ত। এই ব্যক্তিগত বোধ পরিবেষ্টনীর উপরেই নির্ভরশীল, পরিবেষ্টনী কখন কোন চাহিদার চাপে কোন অবস্থায় দাড়িয়ে যায় সেই অবস্থার জন্যই যখন যা করণীয় সেই হিসেবেই ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী যা যা হওয়া দরকার তা হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেতে থাকে, গ্রাহ্য অগ্রাহ্য এখানেই, ত্যাগ ও গ্রহণ একই— একেতেই।

পবিত্রতা অপবিত্রতা এ দুটো নামের অর্থ একটা বর্জ্জন, একটা গ্রহণ, যা বর্জ্জন তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী চিন্তা করলে যে ব্যাখ্যা এখানে বেষ্টনীর পরিচাপে রয়েছে, এই ক্লেদ পঙ্কিলতা যার দ্বারা মন দূষিত হতে পারে-- মন কোন প্রকারেই কোন কিছুতেই দূষিত হয় না, আর দূষিত পর্য্যায় যে বর্ণনা করেছেন তার দিক দিয়ে তা দূষিতের দিকে দোষনীয় নয়, ঐ দূষিত সৃষ্টির সাহায্যকারী হিসেবেই জড়িত। শ্লেষ্মা, বীর্য্য দুই ঘৃণ্য কিন্তু সৃষ্টির দিক দিয়ে বীর্য্য মোক্ষম ; আর শ্লেষ্মা দেহের সমস্ত ঝিল্লীর দিক দিয়ে, প্রাণ শক্তি সঞ্চয়ের দিক দিয়ে মোক্ষম। আবার এই বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মাই অবসানের দিক দিয়ে মোক্ষম। পরিত্যজ্যের দিক দিয়ে ঘৃণিত বিষ্ঠা অস্পৃশ্য, অপবিত্র ; চর্ম্মের থলিতে যখন অবস্থিত তখন পবিত্র স্পৃশ্য—পরিত্যাগে অস্পৃশ্য। এই পরিত্যক্ত পদার্থ অপরিত্যক্ত অবস্থায় যখন তার মধ্যে অবস্থিত তখন পবিত্রস্থানেই সে ব্যক্তি সাদরে গৃহীত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট পার্থক্যতাতে থেকেও সেই চর্ম্ম থলিতে সেই পরিত্যক্তগুলো থেকে যাচ্ছে— যখন পাত্রে ঐ পদার্থগুলো থাকে আবার সেই সকল ব্যক্তি যারা ঐ পদার্থ নিয়ে বিরাজ করছে পার্থক্যে থেকেও পবিত্রস্থানে তারাই স্থান পাচ্ছে। ঐ অপবিত্র পদার্থগুলো— যার যার পদার্থগুলো নিয়ে একত্রিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নের নিকট অপবিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকেও পবিত্র নাম ধারণ করে তারা পবিত্রস্থানের অধিকারী হিসেবেই অধিকৃত রয়েছে। এখন যার যার ঐ বিষ্ঠা পদার্থ-গুলো ভিন্ন থলিতে করে যদি বহন করে নিয়ে যায় তখনই হবে আবার অস্পৃশ্য। পদার্থগুলো ব্যক্তিচ্যুত হলেই দূষিত এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তা অগ্রহণীয়, ইহাও অভ্যাসের উপরেই নির্ভর। কোন কোন জীবের কাছে ইহা আবার ভোগ্য, আবার আমাদেরও প্রকারান্তরে তা formula way-তে অসারে থেকেও সার—পদার্থ চ্যুত সে নয়। দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ তাও ব্যক্তিগত ও পরিবেষ্টনীর ধারার উপরই ধার্য্য। গব্যঘৃত খুবই সুগন্ধি কোন কোন দেশে তা অতি দুর্গন্ধযুক্ত। 'নাফি' কোন কোন দেশে খুবই সুখাদ্য ও সুগন্ধযুক্ত আবার কোন দেশে ইহা দুর্গন্ধযুক্ত ও অখাদ্য। এই ভোগ্যবস্তুর ব্যাপারে এক এক দেশের এক এক রকম চাহিদার উপর পছন্দ নির্ভর করছে। প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে সবই উপভোগ্য। তোমার নিকট 'কুত্তী' মোটেই পছন্দের নয়, প্রেমিকার খাতায় কোন কোন 'কুত্তার' নিকটে সেইটি বিশ্ববিখ্যাত সুন্দরী— ঐ তন্ময়তাতেই দেখা গেল তার কবিত্ব, সাহিত্য, নানারকম আলোড়নের ভেতর দিয়ে তার সাহিত্যের ভাবধারা প্রস্ফুটিত হয়ে চলছে। আবার আমাদের মধ্যে যা চলছে তা এই জাতীয় তাদের নিকট যে না তা কে জানে? আমার পছন্দই যে সব পছন্দ, আমারটাই যে সব তা বলাও সমীচীন হয় না। আজ আমি যা ভাল বলি অন্যের নিকট আবার সেটা মন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানব জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি—আজ নিকৃষ্ট বলে যাদের বলা হচ্ছে তারা যে আবার মানব জাতিকে নিকৃষ্ট ব'লে বলে না তার কি প্রমাণ? শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট যার যার ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করছে। যুক্তির দিক দিয়ে তা ধার্য্য নয়, তবে ধার্য্য হয়ে যাচ্ছে ঠিকই—তা হল এই যে, প্রকারান্তরে সব কিছুই সবার নিকটে ভাল—আমার যা পরিত্যজ্য আর একজনের তা গ্রাহ্য, অন্যের যা পরিত্যক্ত আমার নিকট তা আবার গ্রহণীয়। ক্লেদ ঘৃণ্য, সৃষ্টি আবার এই ক্লেদে জড়িত, এই ক্লেদেই আবার সৃষ্টি সুতরাং সৃষ্টি যে ঘৃণিত নয়,—স্রষ্টা সৃষ্টি করছেন এখানকার অভিমত তা, স্রষ্টা স্বয়ং নাম নিয়েছেন তিনি পবিত্র, কিন্তু অপবিত্রতার বেষ্টনীতে তিনি অবস্থিত। তার কারণ অপবিত্রের সংজ্ঞা যা তা ঘৃণিত বা ঘৃণ্য; ক্লেদ পঙ্কিলতা অস্পৃশ্যতা যত প্রকার সঙ্কীর্ণ বস্তু যা দ্বারা মন প্রাণ এখানকার নামকরণ যা আছে তা দ্বারা যা দূষিত হতে পারে এ জাতীয় অভিমত যা আছে তা অপবিত্র স্থানে, নামে অভিহিত রেখে যে পবিত্রতার সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন তা এই অপবিত্রতার ভেতরেই অবস্থিত। যদি পরিত্যাগ করতে হয় তবে সব কিছুকেই করতে হয়, তবে তা যখন হওয়ার নয়, আর ভাষা আওড়ালেও যখন পরিত্যক্ত হবে না, ভাষাতেই ঐ 'ভাষা' ভাসমান থেকে যাবে সুতরাং অযথা মনকে ব্যতিব্যস্ত করার কোন মানে নেই।

মন প্রাণ দেহ যেই সৃষ্টির নিয়মাদির ভেতরে আছে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED BY অনুশাসকর পরিবার

নিয়ম পালন করাই বিধেয় এবং তার প্রকৃত অর্থ জেনে নেওয়াই কর্ত্তব্য। তবে এগুলো জানা বা না জানার উপরে কিছুই অপেক্ষা করছে না, এই দেহ যা হওয়ার তা হয়ে যাচ্ছে। সাবধানতা অবলম্বন—চেষ্টার দ্বারা এই অবলম্বন আসছে না, ইন্দ্রিয়গুলো স্বাভাবিক মতে যা যা প্রয়োজন সেই হিসেবেই অবলম্বনের সম্মুখীন হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত বোধ ইন্দ্রিয় বোধ-গুলো ভাষার উপরে রেখে যে তারতম্যের খেলা চলছে তা ভাষার মার প্যাঁচই শুধু চল্‌ছে, ভাবের দিক দিয়ে নড়চড় মোটেই হচ্ছে না—এই ভাব হল সেই আদির ভাব।

একটি বাচ্চা শিশুকে ছাগপালের সঙ্গে রেখে দিলে সে সেভাবেই মানুষ হবে, সে ঘাস খেয়েই জীবনধারণ করবে। সে অবাধে উন্মুক্ত মাঠে সেই হরিত শ্যামল তৃণরাজি উন্মুক্ত মনে খেয়ে যাবে। তার দেহ মন আত্মা সবই ঐ রকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছে, পরম উপাদেয় তখন উহাই—তার নিকট তার পিতৃকুলের উপাদেয় সব কিছুই অনুপভোগ্য। দেখা যাচ্ছে সকল অবস্থার জন্য সকলই প্রস্তুত— ঠিক শিশুর কাছে সমস্ত দেশের ভাষাই যেমন অধিকারে রয়েছে—জীবের জন্যও ঠিক শিশুর মতই সমস্ত বস্তু অধিকারে আছে। যখনকার যে পরিবেষ্টনীর ভাষাই অধিকৃত হয় তখনকার ঐ ভাষাই তার মাতৃভাষায় দাড়িয়ে যায়। আজ বস্তুগুলো ঠিক ঐ মাতৃভাষা জাতীয় অবস্থায় দাড়িয়ে গেছে।

আজ অপবিত্র ও পবিত্র নামে যে নামকরণ বা নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেদাভেদ রয়েছে ঐ জাতীয় অবস্থার জন্য পূর্ব্ব পুরুষেরা ঐ একই গীত গেয়ে আসছেন, আমরাও তাই গেয়ে যাচ্ছি, পরবর্ত্তীরাও এ ভাবেই গেয়ে যাবে। কেউ যদি সমস্ত ভাষার অধিকার লাভ করে, তার কাছে সমস্ত ভাষাই মাতৃভাষা, বিশ্বের ভাষাই তার মাতৃভাষা। এখন মাতৃভাষা বলে যে দাবী জানাচ্ছি, এটা এক জাতীয় সংস্কার। দেশাত্মক বোধ-গুলোও ঠিক এই রকম, আমার দেশ এই যে আমার আমার চীৎকার—চীৎকারের যখন কোন স্থিতি নেই, যে চীৎকার করে গেলাম তা একটা সীমাবদ্ধ চীৎকার—ষাট, পঁয়ষট্টি, সত্তর অথবা একশত; যেই মৃন্ময় পৃথিবীতে আছি, সবগুলো দেশ যে দেশে জন্ম সেটাই আমার দেশ, কিন্তু পৃথিবীটি যে আমার দেশ তা আর বলতে পারছি না—যেহেতু নাম ভেদে ভেদে ভেদ করা হয়েছে, সেই ভেদেই আমার দেশ আমার দেশ বলে চীৎকার করছি।

জাতি বিচারও ঠিক তাই, ধর্ম্মও ঠিক জাতিগতের মতনই, যার যার দেবতা, যার যার আরাধ্য, যার যার পথ মত নানারকম ঠিক ঐ mother land—ঐ মাতৃভাষা, মাতৃভূমি, সেই মাতৃধর্ম্ম ঐ একই জাতীয়, প্রকারান্তরে দেখা গেল মূলে বিবাদ করা ছাড়া কিছু নয়। তাদের সৃষ্টির দ্বারাই এসে দাড়াল বিবাদ, কলহ, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যা, ছল, প্রবঞ্চনা, নানা প্রকার শয়তানি যত প্রকার আছে এসে উপস্থিত হল। এগুলোর জন্যই ওগুলো এসে দাড়িয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

গেল— এখন আমার দেশের চিন্তাতে যেই মৃন্ময় পৃথিবী হওয়া দরকার সেখানে বিবাদ করে বিভাগ করে দেওয়া হল, তখন আমার দেশ বললে আমার বাড়িটুকুনুই বুঝলাম, আমার বাড়ীর উন্নতি হলেই মনে করলাম হয়ে গেল।

আজ এগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, ঐ সমস্ত উপদ্রবের হাত হতে রেহাই পাওয়ার জন্য যা যা ব্যবস্থা তা কিন্তু প্রসারতার দিক দিয়েই, তা আমার দেশ হিসাবে —সেই বিশ্বের বিশ্বই আমার দেশ। অর্থগুলো কিন্তু প্রকারান্তরে ঠিকই আছে, সেই বিশ্বপ্রেমেরই গান গাইছে, সেই বৃহৎ বস্তুই চিন্তা করছে, ঐ চিন্তা করলেই সাময়িক ঐ সকল চিন্তার হাত হতে রেহাই পাওয়া যায় সুতরাং ঐ সাময়িক চিন্তাগুলো অপবিত্র স্থানে পড়ে গেল। নিজেদেরই তৈরী ঐ পঙ্কিলতা— নিজেরাই 'ঘা' করে বসে আছে, এই ক্ষতের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, কারণ ব্যক্তিগত তৈরী বোধগুলো যে বিবাদের সৃষ্টি করেছে, এই বিবাদও ওদের ধর্ম্ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত থেকে গেল। ধর্ম্মগত চিন্তা যেই সৃষ্টির নিয়মাদিতে মনস্থাপন করলে বা যারা করেন তাঁরা যখনই একটু অভ্যাসের দ্বারা সে অবস্থাটা ভেতরে আনেন তখন এই সাময়িক উপদ্রবগুলো তার নিকটই সহজ হয়ে যায়। তখনই অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট সে ব্যক্তি মহান বা মহাপুরুষ বা অবতার বলে গণ্য হন। প্রকারান্তরে মহাপুরুষ বা অবতার প্রত্যেকেই, শুধু দলবৃন্দে এক একজনে এক এক অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক এক চেহারায় পরিণত হচ্ছে— এটা এখানকার সঙ্গদোষ, ইহাকে সংস্কারও বলা যেতে পারে। তারা যে যে পবিত্রস্থানে স্থান পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করেছেন প্রকারান্তরে পরিশ্রমের কোন প্রশ্নই আসছে না, একটু দৃষ্টিপাত করলেই সব পরিশ্রম লাঘব হয়ে যাবে। তখন দেখবে নিজেরাই পবিত্র-স্থানে স্থান পেয়েছে, আজ যা অপবিত্র বলে চীৎকার করছে প্রকারান্তরে অপবিত্রতা ও পবিত্রতা একই অঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সুতরাং যে কোন একটি নামে অভিহিত করাই বিধেয়, হয় সব পবিত্র না হয় সব অপবিত্র।

এই ধর্ম্মে এই সংস্কারের চাপে জীব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের নিজস্ব অস্তিত্বের আস্থা হারিয়ে ফেলছে ; এই আস্থাকে ফিরে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা যে প্রকৃত অবস্থার ভেতরে আছে সেই আস্তানাই খুঁজে পাচ্ছে না। সেই কথাই বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকেই সেই আস্থার ভেতরে আছে—আস্থা খুঁজে পাওয়ার জন্য এত চেষ্টা করতে হবে না, একটু নিরপেক্ষ বা বিচারের দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করলেই সমস্তগুলো অবস্থা প্রস্ফুটিত হবে— তখন প্রকৃত অবস্থাগুলো জানা যাবে।

আজ এই অস্পৃশ্যতা, স্পৃশ্যতা, পবিত্রতা, অপবিত্রতা, পাপ, পুণ্য, শুদ্ধ, অশুদ্ধ, এই সকল এখানকার ধর্ম্মের ভেতরে এত বেশী ওতপ্রোতভাবে রয়েছে যে এগুলোই ধর্ম্মের অঙ্গ এখন বাদাবাদি ইহার ভেতরেই, প্রত্যেকেই বিশুদ্ধ হতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাচ্ছে, নিষ্পাপ হতে চাচ্ছে, পবিত্র হতে চাচ্ছে—ছাড়ছে কি ? ত্যাগ করছে কি ? মুখে মুখে আমি ছেড়ে দিলাম, তা হলেই কি হয়ে গেল ? বিষ্ঠার হাত হতে তো রেহাই পেলাম না, ক্লেদের হাত হতে তো রেহাই পেলাম না। আমি ক্লেদ বর্জ্জন করলাম, তা হলেই কি হয়ে গেল, আমি পরক্ষণেই আবার ক্লেদের সম্মুখীন হলাম। সারাদিন এত ক্লেদ বর্জ্জনের চিন্তা, পবিত্রতার এত চীৎকার, দিনের শেষেই আবার ক্লেদ নিয়ে ঘটা—ভারি চমৎকার ! ক্লেদে থেকে ক্লেদ বর্জ্জন, অবর্জ্জনীয়ে থেকে বর্জ্জনের চীৎকার, একি কখনও হয় ? এগুলোকে ছেড়ে দেওয়া মানে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, তা যখন সম্ভব নয় তখন এর কিছুই সম্ভব নয়। অশুদ্ধে থেকে বিশুদ্ধের চীৎকার আর পাপে থেকে নিষ্পাপের চীৎকার ? তাদের চীৎকারগুলোর অর্থই বুঝা দায়।

এক এক জনের এক এক ব্যখ্যায় এক এক জনের এক এক অর্থ শুনা যায়, কিন্তু প্রকারান্তরে দেখছি সবটাতেই সব কিছু রয়েছে। ছাড়াছাড়ির কিছুই নেই, কেউ কিছু ছাড়তে পারে না, ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সমূহ অসমূহ যা পালন করা দরকার তাই করে যাচ্ছে। ইহা নেব, ইহা নেব না,—একটা কিছুতো নিতেই হবে। ডোবার জল না খেয়ে পুকুরের জল খাচ্ছি, তৃষ্ণা নিবারণতো করতেই হবে—আর তা না খেয়ে হয়তো নদীর জল খাচ্ছি, আবার অতি বৃহতে গিয়েও ডোবার মত ফিরে আসছি অর্থাৎ সাগরে গিয়েও ফিরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসছি। সাগরের জলও পরিত্যক্ত, ডোবার জলও পরিত্যক্ত —সাগর বলে যে তাকে ক্ষমা করল তা নয়, তার তৃষ্ণার জন্য সাগর যে অনুতপ্ত তাও নয়।

সমূহ অভ্যাসের বশবর্ত্তিতাতে বা বশীভূতে যে জিহ্বা, তাতে যে জাতীয় সমূহ গ্রহণ করা দরকার তাই করছে। সে জিহ্বা সাগর জেনেও সাগরের জল গ্রহণ করল না আবার ডোবার জলও গ্রহণ করল না—বুদ্ধির দ্বারা যা দরকার তাই গ্রহণ করল। অজস্র অজস্র জীব সাগরের অতল জলে বিরাজ করছে তাদের দেহ, জিহ্বা তাই গ্রহণ করছে; তারা পুকুরে এলে বা নদীতে এলে টিকবে না—ওরা সেভাবেই মানুষ। এখানকার জীব, জনগণ যেভাবে মানুষ তারা একই অতল জলে মগ্ন, কিন্তু আমাদের জিহ্বা রাখতে হবে—দেহের জিহ্বা নয় মনের জিহ্বা, যে সব বস্তুই গ্রহণ করতে পারে। সবস্বাদিই তার স্বাদ,—বেস্বাদও স্বাদ, স্বাদও স্বাদ, সব কিছুই যখন সব কিছু জীবের মধ্যে রয়েছে, তুমি সব কিছুকেই সেই অধিকারে অধিকৃত করে রাখবে তখন সর্ব্বভাষাবিদ সর্ব্ব-বস্তুবিদ সর্ব্বতত্ত্ববিদ বা সর্ব্বজ্ঞ স্থানে স্থান পাবে—এখানে এই কথাটিই এখন বলা হচ্ছে। তোমরা সেই স্থানের অধিকারে অধিকৃত রয়েছ, এইটুকুনুই স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং এই বিচারটুকুনুই ভাল করে কর, তবেই বুঝবে কোনটা পবিত্রতা, কোনটা অপবিত্রতা, কোনটা বিশুদ্ধতা, কোনটা অশুদ্ধতা, কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য, সমস্ত কিছুই তোমার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.....

শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার

স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হয়ে যাবে; সেই স্বচ্ছতার সম্মুখীন করে দেওয়াই আমার অন্যতম কাজ। তাই বিষয়বস্তু প্রতিটিকে তন্ন তন্ন করে চিন্তা করবে তবেই সেই স্বচ্ছতায় যে তোমরা আছ সে দৃষ্টি ভঙ্গিমা আপনিই বিকশিত হয়ে যাবে। যখন প্রস্ফুটিত আছে তখন এই জাগতিক সমস্যার সমাধান হবেই—জীব সমস্যাধীন, আরেকটীকে যখন অধীনে আনবে এই সমস্যা সেই অধীনেই অবস্থিত থাকবে। তখন সমস্যা বায়ুবৎ বা বারিবৎ থাকবে, বারি যেমন বিশালাকার মহাসাগরে অবস্থিত তা যেমন তুমি তোমার গতির দ্বারা কেটে কেটে যাও, সাথে সাথে যেমন সেটা মিশে যায়—এই যে গতির দ্বারা যে বারি কেটে যেতে থাকে—আবার তার শক্তির দ্বারাই যেমন বৃহত বৃহত বস্তুকে সে আপন মনে নিয়ে যেতে পারে—তুমি ক্ষুদ্র-কায় হয়েও তাকে বশীভূত করে চলে যাও, ঠিক তেমনি সংস্কার বিস্তীর্ণতায় ছড়িয়ে থাকলেও তুমি তোমার স্বগতিতে কেটে যেতে পারবে।

প্রবল ঝড় যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষকে উপড়ে নিয়ে যায়—অনেক বৃহৎ বৃহৎ বস্তুকেও যেমন উপড়ে নিয়ে যায়—আবার একটি মাত্র বৃক্ষপত্রও তাকে পাশ কাটিয়ে যেমন নিয়ে পতিত হয়, সুতরাং এখানে বৃহৎ বা ক্ষুদ্রের কোন প্রশ্নই নেই, এখানে হচ্ছে—সেই প্রাকৃতিক গতির সাথে তোমার গতি যখন এক গতিতে থাকবে তখন সব প্রবল বেগই তোমার বশীভূতে থেকে বা সমতালে তাল দিয়ে যাবে, তখন সমস্যাও সেভাবে থেকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবে—সমস্যা তোমায় আর বশীভূত করতে পারবে না—তোমার বশীভূতেই সমস্যা থেকে যাবে, সংস্কার সেখানে অভিহিত থাকবে।

আজ সংস্কারের প্রবল ঝড়েই সব উপড়ে চলছে—এই বেগে যাতে না পড়তে হয় তার জন্যই আমার বলা। তোমরা যে সেই প্রাকৃতিক গতিতেই রয়েছ তাই জানিয়ে দেওয়া। আজ যেই বিস্মরণে রয়েছ শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়া—কোথাকার কে কোন দলে মিশে কি হতে যাচ্ছে—অভ্যাসের বশীভূত না হয়ে যাতে সব কিছুকে তোমার বশীভূতে আনতে পার তার জন্যই বলা ; আর বলা যে সব কিছু তোমার বশীভূতেই রয়েছে আজকার জন্য এটুকুনুই থাক, আরেকদিন বাকীটুকুনু আরও ভাল করে বুঝিয়ে বলে দেব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্রতা

যা জানতে চেয়েছিলে পবিত্রতা সম্বন্ধে, বলতে গেলে অপবিত্রতা তার সাথে এসে উপস্থিত হয়। পবিত্রতা ও অপবিত্রতা দুইই পাশাপাশি এখানে রয়েছে বলেই এই পবিত্রতার নাম এত বেশী। এই পবিত্রতা সম্পর্কে যে যে ব্যক্তি বা সাধক চিন্তা করে গেছেন এবং তা পালনার্থে তাঁরা যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং তার নিয়মাদি বিধিও অনেক এই পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য পালন করেছেন—যে যত বেশী এই পবিত্রতার স্থান অধিকার করেছেন এখানে সেই অন্তরের অন্তঃস্থলে উপবেশন করেছেন।

বাস্তবে এই পবিত্রতা সম্পর্কে কত কিছুই যে রয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। শাস্ত্রাদির ক্রিয়াদি এই শুদ্ধ চিত্ত, বিশুদ্ধ নিষ্পাপ হওয়ার জন্যে বহু জাতীয় সাধনা ধ্যান ধারণাদি অনেকে করে গেছেন। 'এই পবিত্রতায় পবিত্র থাকব, পবিত্রতা রক্ষা করব, পবিত্র স্থানে থাকব,— আমি বিশুদ্ধ হব, নিষ্পাপ হব, পুণ্য অর্জ্জন করব'। পবিত্র বা নিষ্পাপ হওয়ার জন্য বা পুণ্য অর্জ্জন করার জন্য কত তীর্থ ভ্রমণ, কত পূজা, কত ব্রত পালন, কত উপবাস যে করে যাচ্ছে তা এখানে তাকালেই উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই পবিত্রতার সাথে সাথে অপবিত্রতাও রয়েছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্রতা

আমরা যত বেশী না পবিত্রতা সম্পর্কে চিন্তা করি তার চেয়ে—'এই বুঝি অপবিত্র হয়ে গেলাম'—তবে তার চিন্তা তার চেয়েও কম নয় প্রতি মুহূর্ত্তেই অপবিত্রতায় থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছি এখন এখানে এই দূরীভূত করতে করতে চলছে, তবে তা অপসারিত হয় কিনা সন্দেহ। এদিকে 'পবিত্র স্থানে পৌছব বা পবিত্র হবো' যত বার বার করে বলছি কিন্তু অপবিত্রতার হাত হতে রেহাই পাচ্ছি না, কি করলে নিষ্পাপ হওয়া যায় এবং নিষ্পাপের জন্য যত বিধিই করা থাকুক না কেন পাপের পঙ্কিলতা হতে বিচ্যুত হতে আর পারছি না, এই সমস্ত কথা এই বাস্তবে যা যা প্রচলিত, তা হতে বলা হচ্ছে। আমরা এই বাস্তবের ব্যক্তিগণ কি কি ভাবে কোন কোন মনের অবস্থার দ্বারা চালিত হচ্ছি তাই একবার বিবেচনা করে দেখা উচিত। বিবেচনা শক্তি যদি প্রবল থাকত তবে মনে হয় এ সব করত কিনা সন্দেহ। কেন করবে, যার ফলাফল সম্পর্কে কিছুই জানা নেই এবং কোনটা পবিত্রতা কোনটা অপবিত্রতা কিছুই জানা নেই, দুইই নিজেদের দ্বারা রচিত। উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শুধু নির্ভর করছে ব্যবহার্য্য ও অব্যবহার্য্যের উপর, আমি যা অব্যবহার্য্য মনে করছি আমাদেরই আরেকজন তা গ্রহণ করছে। সে যদি একই স্রষ্টা হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সৃষ্টির মধ্যেই থেকে থাকে—জীবের মধ্যে যদি আমরা সবাই পড়ি সে জীবের কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট সে সম্পর্কে এখানে বলা হচ্ছে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ আমরা শ্রেষ্ঠ বলে যে দাবী করছি, অন্য কোন জীব আবার হয়তো আমাদের নিকৃষ্ট বলে দাবী করছে সুতরাং এই শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হচ্ছে আর এক চিন্তাধারার ব্যপার, কিন্তু জীব জগতে সবই জীব, আমাদের যা ব্যবহার্য্য অন্যের তা পরিত্যজ্য ঘৃণ্য ও অপবিত্র। আমাদের কাছে যা পবিত্র অন্যের কাছে তা অপবিত্র ও ঘৃণিত, প্রকারান্তরে দেখা যাচ্ছে কারোটাই কারো নয়—এখানে পাপীও নেই নিষ্পাপও নেই, পবিত্রও নেই অপবিত্রও নেই, একটা আছে, সবই গ্রহণীয় আবার সবই অগ্রহণীয়—এই গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য সবই আবার গ্রাহ্য।

পবিত্রতার যে সংজ্ঞা তা যদি অনুসরণ করা হয়, চিত্তশুদ্ধি সেখানেই, বিশুদ্ধতা সেখানেই ; কিন্তু বিশুদ্ধ কোন বস্তু, আর পাপ পুণ্য কোন বস্তু, আর পবিত্র অপবিত্র কোন বস্তু—আর যে ক্লেদ ও পঙ্কিলতা দেখিয়ে তা হতে যে পরিষ্কার থাকবে তাদের স্পর্শে যে থাকবে না, লিপ্তের মাঝে যে নির্লিপ্ত ইত্যাদি চিত্তশুদ্ধির নানা রকম সংজ্ঞা আছে—প্রকৃত পক্ষে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কেউ তা পালন করতে পারে কি ? আর অবলম্বন করতে গেলেও সেই অবলম্বন তার হয় না তার কারণ যখনই যা করতে যাচ্ছে বা করবে স্থির করেছে তখন পঙ্কিলতার বেড়াজাল হতে সে রেহাই পাচ্ছে না।

পবিত্রতা বা বিশুদ্ধতা বা নিষ্পাপ এই কথাগুলো ভেবে যেন চিত্তকে দুর্ব্বল করে রাখার মত— অস্ত্রোপচারে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জায়গাটিকে যেন অবশ করে নেওয়া— এই সাময়িক 'অবশ' ক্ষণিকের জন্যই, পরেই আবার তার জ্বালা— এই সমস্ত সংজ্ঞাতে বা চীৎকারে সাময়িক একটা ভাবের উদ্রেক হয় সত্য, কিন্তু এই ভাবের মাঝে একটা অভাবের সুর বয়েই যেতে থাকে তার কারণ কেহ পুরোপুরি এই পবিত্র স্থান যে অধিকার করে বসেছে এমন কোন ব্যক্তি এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আছে কি না তা সন্দেহ ; কি করে থাকবে ? ইন্দ্রিয়কে রোধ করা কারোরই সাধ্য নয়— তারা বিশেষবিশেষ ইন্দ্রিয় দমন করার চেষ্টা করছেন— চেষ্টাই শুধু করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে মনকে সচেতন রাখা ছাড়া আর কিছু নয় এবং সচেতনে আছে বলেই সাবধানতা অবলম্বন করছে। তার কারণ অসাবধানতার ভয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যতিব্যস্ত। এই ব্যতিব্যস্ততায় সদা সর্ব্বদা রত থাকলে সেই অসাবধানতার যে যন্ত্র তার চাহিদা অনুযায়ী সে তা করে যাবেই— সেটা তাদের নিকট বিকৃত বা বিফলবৎ হলেও প্রকৃত বিফল নয়, সেটা প্রকৃত— তাই এ প্রকৃতির গতিকে কি করে রোধ করবে ? রোধ যদিও এই প্রকৃতি হতেই— যে দিক দিয়েই যা করছে ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা বা পরিচর্য্যা করেই চলছে। সে তা হতে ক্ষান্ত হতে পারছে না বা বিশ্রাম নিতে পারছে না। যদি বিশ্রামও নেয় তাহলেও সে সেই ইন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যাই করে যাচ্ছে।

যে দিক দিয়ে যা করে যাচ্ছে তা ইন্দ্রিয়াদিরই সেবা প্রকারান্তরে করে যাচ্ছে, আবার 'ইন্দ্রিয় সেবা' এই কথা যদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়— তবে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে বসবে। তবে এই কথা যদি তাদের বলা হয় যে ইন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যা এখনও করছ, তখন কানে অঙ্গুলি দেবে কারণ তাহলে চিত্তশুদ্ধি হল না। কিন্তু এদিকে ইন্দ্রিয়ও রোধ মানছে না, চিত্তও শুদ্ধ হচ্ছে না, পবিত্রতার ঘাটিও বহু দূরেই থেকে যাচ্ছে এবং তা ভেবে সেখানে যাওয়ার জন্য পাগল হচ্ছে সত্য কিন্তু যান্‌বাহনের আর সুবিধে মিলছে না। বনের মাঝে কেবল ঘুরছেই, ছেড়ে আর যেতে পারছে না বন জঙ্গল; তাদের কথাই বলা হচ্ছে—মাঝে মাঝে বৈরাগ্য ও ভাবের উন্মেষ হয়— পবিত্র স্থানে বা পবিত্রতায় আছে এ ভেবে একটা চিন্তা করে নেয় সত্য— তা হচ্ছে ঠিক নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্বাবস্থা, রোগ শোক দুঃখ দৈন্য দরিদ্রতা সবই— গভীর নিদ্রা যাওয়ার পূর্ব্বে সব কিছুকেই বিভ্রান্ত করে দেয়।

পুত্র শোকে শোকাতুরও নিদ্রাচ্যুত হয় না, সেও তখনকার জন্য সে অবস্থা ভুলে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছে— ইন্দ্রিয়-গুলো যে, তারাও বিশ্রাম করছে— অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, সেটা প্রাকৃতিক নিয়ম। যে রোগ শোক জ্বালার মাঝে সংসার চলছে তার পরবর্ত্তী আরেকটি বিশ্রাম, তবে বিশ্রামও অবসান তার আগেও অবসান— দুইই অবসানোন্মুখী। এই পবিত্রতা হচ্ছে এই রকম যে— এত ক্রিয়াদি এত জপ ধ্যান ধারণা পর্য্যটন কত নামানামির সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে এই পবিত্রতা বা চিত্তশুদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের পর দিন উপবাসে এই ইন্দ্রিয়গুলোকে যতভাবে আক্কেল দেওয়া দরকার বা সংযম করিয়ে নেওয়া দরকার বা তাদের উপযুক্ত খাদ্য না দিয়ে কারাগারে রেখে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে যে চিত্তশুদ্ধি বা পবিত্রতার সুবন্দোবস্ত করছে, অবশেষে পরিশ্রান্ত হয়ে মুক্ত সিংহের মত ঘুমিয়ে পড়ছে—অশেষ পরিশ্রমেরই এই ফল। সিংহ এখন তৃণভোজী কারণ তাকে আমিষ বর্জ্জিত করা হয়েছে। সে তা খেয়েই এখন জীবন ধারণ করছে। যে ভাবে কারাগারে এই ইন্দ্রিয়াদিকে রেখে পবিত্রতা বা চিত্তশুদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই শুদ্ধি ঠিক শুদ্ধি নয়—সেটা সুক্তিতে রজতভ্রম—সুক্তি অনেক দূরে, সত্য অনেক দূরে, বৈরাগ্যের প্যাঁচে ফেলে গৃহ ত্যাগ, বিবেক বৈরাগ্য বা ভাবের গভীর প্রবণতায় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাদের গৃহছাড়া করা আর Revolver দেখিয়ে অর্থ নেওয়া; তাদের ধন সম্পদ ইত্যাদি হতে ছাড়িয়ে দিয়ে বনবাসী করে দেওয়া বা তারা নিজেরাও যদি এই চিন্তাযুক্ত হয়ে এই করে থাকে সেটাও ঠিক করা নয়।

এই ত্যাগ বা এই দান— অস্ত্র দর্শায়ে ভয় দেখিয়ে তার নিকট অর্থ চাওয়ার মত এবং সেই ব্যক্তি নিজ হস্তে যা অর্পণ করল—এই দানের চেহারা ঠিক দান নয়। ভয় ভীতিতে যে কার্য্য করিয়ে নেয় বা সুযোগ নিয়ে যে কার্য্য করে—একই পথ অবলম্বী, কারণ এই ভীতির উপরই এখানে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা, সে কোন পবিত্রতা—কোথায় স্বর্গ রচিত, সেই ধামে যাওয়ার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে রহস্য প্রকাশ সেই চিন্তা করে, সেই ভীতিতে ইহলোকে সমস্ত সম্পত্তি দান করে তিনি ভিক্ষুক বেশে পরিব্রাজক হয়ে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন, এটা কোন ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তিনি গেলেন? এটা কোন পবিত্রতার দ্বারা চালিত হলেন? এ রকম হঠাৎ না জানিয়ে না শুনিয়ে চিরপ্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কেন বের হয়ে যাবেন।

যে পবিত্রতার কোন নির্দ্দিষ্টতা নেই, যে পবিত্রতার শৃঙ্খল মেনে চললে সাময়িক সুখ সুবিধা হয় সন্দেহ নেই,— আবার বেশী পালন করলে বোকাও বনতে হবে, ঠকতেও হবে, আবার ঝামেলা হতে বাঁচবার জন্য এর চেয়ে বড় অস্ত্র আর নেই; এই ক্ষেত্রে আবার তাদের নির্য্যাতিত হতে হয় যখনই াদের সুপ্ত দুঃখ সেই করুণাময়ের নিকট করুণা ভিক্ষা ও প্রার্থনা করে— 'হে ভগবান, তুমি সবই জান—এই যে নির্য্যাতন আমার উপর দিয়ে চলছে আমার কিছু বলার নেই তুমিই দেখ।' 'ক্ষমা করতে চেষ্টা করেন সত্য কিন্তু 'তুমি দেখিও যা আক্কেল দেওয়ার তুমিই দিও।' ভিক্ষা যখনই মাগতে যাচ্ছে এই দুঃখ বা এখানকার যন্ত্রণা বা পঙ্কিলতা যা এদের বর্ণনায় আছে তা হতে রক্ষা পাওয়া যাচ্ছে না যেখানেই যায় লেংটি তাকে আর ছাড়ছে না।

এই ক্লেদ, পঙ্কিলতায় তাকে আঁকড়ে ধরেই আছে এখানে আক্রমণাত্মক কিছু বলা হচ্ছে না, বিশ্লেষণ শুধু করা হচ্ছে। এই পবিত্রতা অপবিত্রতা চিত্তশুদ্ধি কিসে কিসে রয়েছে সেগুলো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুঁজে বের করা হচ্ছে কোথায় এগুলো লুকিয়ে আছে, তবে এর ভেতরে সুন্দর সুন্দর কথাও আছে, মহাসাগরে বহুরত্ন লুকানো আছে, ডুবরীদের তা খুঁজে বের করতে হয়। এখন যদি জানা থাকে যে ঐ মহাসাগরে ধনরত্ন আছে তবে না হয় ডুব দেওয়া যেতে পারে। নামলেই এত সহজে কি মিলে—না পাওয়ার যত প্রকার যুক্তি ব্যয় করা হচ্ছে সেই তাদের যুক্তিকেই রাখার জন্য।

সেই পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতাকে রক্ষার জন্য যত প্রকার ব'লে সেই 'বলাকে' ঠিক রাখতে পারে, তাতে কোন ত্রুটি করবে না। কিন্তু সেটাতে যুক্তি অযুক্তি দুই-ই আছে যা চিরপবিত্র তাতে অযুক্তি থাকা মোটেই সমীচীন নয়। বিশুদ্ধতা বলতে কি বুঝা যায় বা পবিত্রতা বলতে কি বুঝা যায় আগে এটুকুনুই জানা দরকার, দেখি এর ভেতরে কোন যুক্তি আছে কিনা, অযৌক্তিক কিছু আছে কিনা সেটাই দেখা উচিত। আর এগুলো আগে দেখা দরকার যে ব্যবহারিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে করা সম্ভব কিনা এবং এই সমস্ত পালন করলে কি হবে এবং কি হয় তাও জানা দরকার, কারণ এমনি সংস্কারে আবদ্ধ হয়েছে যে এর বিপরীত কেউ বলতে গেলে সে-ই হল মহাপাতক, সুতরাং এর মধ্যেও এমন যুক্তি এটে দিয়েছে যে তার মুখ দর্শন করা পর্য্যন্ত মহাপাপ। তার কারণ যদি কোন যুক্তি দ্বারা সেই আঁট খুলে যায় তবে গাটের ভেতরে কি আছে তা বেরিয়ে যাবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজকে একজন ভেট পাঠিয়েছিলেন খুব মূল্যবান পাত্রের মধ্যে। সেই পাত্রটি এই বাস্তবে অমূল্য সন্দেহ নেই। মহারাজ এরকম বহু জায়গা হতে 'ভেট' পেয়ে অভ্যস্ত— তাই সেই মূল্যবান পাত্রটি তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে তাদের পূর্ব্ব-পুরুষের বিগ্রহ স্মরণ করতে করতে উন্মুক্ত করলেন। এদিকে বিগ্রহের মস্তকের মণিরন্ধ্রস্থ বিষধর সর্প তাকে দংশন করল। এখন পাত্রটি মূল্যবান হলে কি হবে ভেতরে বিষ-ক্রিয়াজনক কিছু থাকলে তাতো বের করে দেখতে হবে— একটা মূল্যবান বস্তু হলেই তো হল না। এই ক্ষেত্রে যদি তার বুদ্ধি বা চিন্তা প্রকৃতস্থ থাকে তা হলে ঐ পাত্রটি দূর হতেই খুলে দেখত কিন্তু সংস্কারে একে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে, আমরা সংস্কারের দংশনে যাতে দংশিত না হই আগে সেটাই দেখা উচিত।

এখন পবিত্রতাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমরা অপবিত্রতার দংশনে দংশিত না হই—কিংবা অপবিত্রতাও নেই পবিত্রতাও নেই। নিজেদের অজ্ঞানজনিত ভ্রান্তির দংশনে নিজেদের প্রাণ না হারাই—আমরা সেই সজীবতাকেই সজীব করছি। এখন পবিত্রতা, নিষ্পাপ বা বিশুদ্ধতা কাকে বলে তা জানা উচিত। যখনই খুঁজে দেখা যায়— এই বাস্তবের আইনগুলোর উপরই পবিত্রতা অপবিত্রতা সবই নির্ভর করছে— এই আইনগুলো নিজেদের সুবিধার্থে সব সময় একই অবস্থায় হয়ে আসছে। বিধির নানা অবস্থার জন্য পরিবর্ত্তিত হয়ে আসছে।

বিধিগুলো নিজেদের সুখ সুবিধার্থে বা পরিবেষ্টনীর পরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাপেই করা হয়েছে। এই আইনগুলো যখন নিজেদের ইচ্ছা-ধীনে তখন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবেই। যেটাকে বলে সঠিক ইহাই ঠিক— এই যে সত্য বা এই যে আস্থা যা সঠিক বলে এখন চীৎকার করছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সঠিকের পূর্ব্বধারা খুঁজতে গেলে এই সঠিক সেই ধারা অনুযায়ী বেঠিক। আমরা সেই সঠিকের সন্ধানেই আছি এবং সেই সঠিক যা না পাচ্ছে তাই ছেড়ে দিচ্ছি— তখনই একটি প্রশ্ন উদ্ভব হচ্ছে যে 'আপনি যা সঠিক বলে বলছেন সেটা যে সঠিকই তা কি করে বুঝলেন?' সেটা প্রশ্নের দিক দিয়ে মোটেই অযৌক্তিক নয়— তবে ভেতরে জিজ্ঞাসার ভাব যখন আছে, ভেতরে জিজ্ঞাসা যখন রয়েছে, আর জানবার স্পৃহাও যখন রয়েছে, জিজ্ঞাসা করে সমাধানের চেষ্টা যখন আছে,— সমস্যা জানিয়ে সমাধানের চেষ্টা যখন আছে, আর 'নিজের মত প্রতিষ্ঠিত হউক' এই চিন্তা যখন নেই যে যা বুঝুক অপদস্থ হতেও রাজী যদি সঠিকটিকে ঠিকে আনতে পারি। তা যখন না মিলে তখন যুক্তিদ্বারা অযুক্তিগুলোকে বানচাল করতে যাচ্ছি; বুদ্ধি ও জ্ঞান একই বস্তু, জ্ঞানের ভেতর যখন সেটা প্রতিষ্ঠিত হয় সেই জ্ঞানই অজ্ঞানকে দূরীভূত করে। সেই বুদ্ধি অজানাকে জানিয়ে দেয় সুতরাং এখানে পবিত্রতার সংজ্ঞাকে খোঁজা বা বের করা—সেটা যদি না পাওয়া যায়—জানার জন্য যে খোঁজা সেটা কি অপরাধ? জানতে গিয়ে যদি না পায় সে কি তবে অপরাধী?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে রাজা মহারাজাদের 'মোসাহেব' অনেক থাকত। তারা রাজার সাথে সাথে মাথা নেড়ে যদি সায় না দিত তাহলে তাদের মস্তিষ্ক ছিন্ন করা হত এবং সেই ভয়েই মোসাহেবরা মহারাজের সব কথায়ই শুধু 'হ্যাঁ' বলত। এই হ্যাঁ যদি চিরপ্রচলিত হিসাবে বলা হয় তবে এই 'হ্যাঁ'তেও বিপদ আছে কারণ 'হ্যাঁ' বলতে বলতে কখন কোন 'হ্যাঁ'তে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে তুলে দেবে তা বলা বড় দুষ্কর। রাজা বললেন 'আমি তো অন্যায় করেছি এ কথা এরা বলছে— আমি যদি মরে যাই তাহলে কি তোমরা খুসী হবে? আমার যদি ফাঁসি হয় তবে কি তোমরা খুসী হবে?' যাদের শুধু 'হ্যাঁ' বলার স্বভাব তারা বলে ফেলল—'হ্যাঁ খুসী হব।' এখন এদিকে মোসাহেবদেরই ফাঁসি হয়ে যাওয়ার উপক্রম। তখন মোসাহেবেরা বুঝলেন কি যেন অপরাধ করে ফেলেছেন, নইলে মহারাজ এত ক্ষেপলেন কেন। কিন্তু কোন অজ্ঞানতার জন্যই তাদের ক্ষমা করা হল না।

তাই এখানকার ধারাবাহিক যা যা আছে— যেই স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ইত্যাদি— কোনটা পালন করতে যেয়ে কোন্ ফেসাদে পড়তে হবে তাই ঐ সকল করা না করার পূর্ব্বেই অজস্র অজস্রবার ভাবা প্রয়োজন এবং তার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তাতে অভিশপ্ত হওয়ার কোন কথাই আসতে পারে না। এই বাস্তবে যখন একজনকে আরেকজন প্রশংসা করেন তখন তিনি বড় জ্ঞানী, তিনি পবিত্র, তিনি বিশুদ্ধ, তিনি নির্লিপ্ত—ব্যাকরণের বিশেষণ যত কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে তার উপর ব্যবহৃত হল। যিনি শুনলেন তিনি বসে বসে— 'বাঃ কি চমৎকার! এরকম খুব কম শোনা যায়— তারা অপূর্ব্ব জন্মান্তরিক সাধক, তারা যোগভ্রষ্ট,' কিন্তু যখনই এদের সম্পর্কে বা এদের পবিত্রা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়— পবিত্রতার সংজ্ঞা অপবিত্রতা হতেই পবিত্র স্থানে এসে হাজির হয়; আগেই বলা হয়েছে অন্যের নিকট তা অপবিত্র। এখন অপরের অপবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা, অপরের পবিত্রতা আমাদের অপবিত্রতা, আমাদের পাপ অন্যের পুণ্য, অন্যের পাপ আমাদের পুণ্য।

জীবজগতে সব জীবেরই নিয়মাদি সব ঠিক, দেহাদি ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে সে দিক দিয়ে কোন ত্রুটি নেই। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে জাগরণে সৃষ্টিতে ভাল বাসাতে, স্নেহে, মায়ায়, ভাল বাসায় সবই ঠিক আছে— শ্রেষ্ঠ মানবদের যা আছে, এই শ্রেষ্ঠ মানব যে তারা বলেছেন এবং তাদের বলা যে নিকৃষ্ট জীব তাদের ভেতরে শ্রেষ্ঠদের মত সব কিছুই আছে। এখন শ্রেষ্ঠত্বের বেলায় কেবল অস্বীকার্য্য ষোলর ভেতরে চৌদ্দই— এক আর দুই যে এক নয় সেটা কি করে বুঝব সুতরাং এটা যে অস্বীকার্য্য সেটা নিজেদের মতলব, সুতরাং মতলবানুযায়ী ধর্ম্ম হতে পারে না, সত্য মতলবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সত্য কারো রাগ বা খুশীর উপর নড়চড় হয় না বা তা মুর্খ ও পণ্ডিতের নিকট বাড়ে কমে না।

সূর্য্যের তাপ বা কিরণ সমভাবেই সর্ব্বত্র বিরাজমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখন নিজেরা ইচ্ছা করে যদি তাপকে বর্জ্জন করে অন্ধ-কারাচ্ছন্ন করে রাখি সেটা স্বেচ্ছাকৃতই। তবে এই যে এই সমস্ত নিরহঙ্কার, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা এটা স্বেচ্ছাকৃত— স্বেচ্ছায় এটা আচ্ছাদিত বা সৃষ্ট সুতরাং এর উপর নির্ভর করে তা করা সমীচীন মনে করি না, তবে তারা যা চাইছে তা যে করব না তা নয়, অন্ধ—সে চক্ষু চায়, সে দিশেহারা থেকে পথ খুঁজে বেড়াতে থাকে। যার চক্ষু আছে সে একবারেই পথ দেখে নিল, দিশেহারার সাথে নিজে মুদ্রিত হয়ে ঘুরবার কোন কারণই নেই। কিন্তু সেই চক্ষুহীন ব্যাক্তির চাওয়া আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তির চাওয়া একই পবিত্র চিন্তাধারার যে ধারা আর সত্যের যে ধারা জ্ঞানের যে ধারা,— ধারা ঠিকই ; এক পথের সন্ধানে যে বিভ্রাট সেই বিভ্রাটে যাতে বিভ্রান্তিতে হারিয়ে না যাই তাই বিবেচনা করা দরকার। সেই বিবেচনাধীন যে বিশ্লেষণ তাতে অস্ত্রোপচার, চক্ষুহীনের উপর অস্ত্রোপচার তা অযুক্তিপূর্ণ নয়, সেটা সাময়িক ব্যথা-বেদনাদায়ক হলেও উপশমের জন্য, সেই জ্যোতির বা আলোর সম্মুখীন হওয়ার জন্যই।

বিশুদ্ধতা বলতে কি বুঝি? অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, নির্লিপ্ততা, হিংসা দ্বেষ বর্জ্জন, মনের সূক্ষ্মেও কোন অপরাধ-চিন্তা না করা, জীবনাশ বর্জ্জন, তারপর পরদ্রব্য লোষ্ট্রবৎ, কামিনী কাঞ্চন বর্জ্জন, সুখে দুঃখে নিন্দাস্তুতিতে সমভাব—এগুলো কি? চিত্তশুদ্ধি, বিশুদ্ধতা বা শুদ্ধ অবস্থা এগুলো স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। পবিত্রতা এখানে প্রতিষ্ঠিত ; তবে একটি একটি করে দেখি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এস্থানে কারা উপবিষ্ট আছেন। এর মধ্যে জীবহিংসা এটাতো নৈসর্গিক, এটা ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে না, থাকতে হলে করতেই হবে—সেটা 'করব বা করব না'র উপর নির্ভর করে না, করেই যাচ্ছে। সুতরাং মহাপাতকের হিসেবে যদি পড়তে হয় তবে এই হাত হতে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন সুতরাং চিত্রগুপ্তের হাত হতে কেহই রেহাই পাবে না, একেবারেই খতম।

এখানে তখনই প্রশ্ন আসে আমি এটাতো ইচ্ছা করে করি না—তবে, তাতে কিন্তু অগ্নি ক্ষমা করবে না, জানা অজানার জন্য ক্ষমা নেই, এর আগেই বলা সত্য সর্ব্ব অবস্থায়ই সত্য, সত্য কারো কোন কিছুর প্রতীক্ষা করে না সুতরাং হিংসা বৃত্তি এটা স্বাভাবিক রীতি নীতির মূলনীতি, মূলেই যখন এই, হিংসার সাথে সাথে দ্বেষ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় সুখভোগ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্ত্যর্থে যা কিছু নিবৃত্তি ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবে স্বভাবজাত হিসাবেই আসবে, তবে সমব্যবহার বা সমতা রক্ষা করে চলা সেটা বিবেচনাধীন। সেই সমতা হলো—অতিরিক্ত না খাওয়াই উচিত কারণ তাতে অসুস্থতা আনে, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচর্য্যা বিধেয় নহে—সুতরাং এখানে বর্জ্জন বা গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। এই গ্রহণ বা বর্জ্জন ইন্দ্রিয়াদি হতেই যখন আগমন, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই যখন চেষ্টিত—ইন্দ্রিয় পরিচালনা স্বাভাবিক মতেই হয়ে যাচ্ছে।

ইন্দ্রিয় যখন ক্রিয়াশীল পরিচালনায় তার পরিচর্য্যা স্বাভাবিক, পরিচর্য্যা যেখানে সেখানেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যেখানে ইন্দ্রিয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্তি সেখানেই কাম। এই কাম সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়াদিতে যখন বিদ্য-মান সুতরাং এখানে বর্জ্জন অবর্জ্জনের কোন প্রশ্নই ওঠে না—বর্জ্জনের বেলায় ঠিকই আছে ইন্দ্রিয়াদি ব্যস্ত ইন্দ্রিয়াদি ক্রিয়া-শীল—ইন্দ্রিয় সেবা ঠিকই আছে নিরহঙ্কার বা নির্লিপ্ততা বা পবিত্রতা বা চিত্তশুদ্ধি একই শক্তিতে অবস্থিত, শুধু তুলির টানে ভেদাভেদ চলছে। খুঁজে যেখানেই উপবেশন করি সেখানেই চাওয়া পাওয়ার মাঝে ইন্দ্রিয়গুলো ব্যস্ত থাকে, এই ব্যস্ততা অপ্রাকৃতিক নয়, প্রাকৃতিক, তাই সত্য মিথ্যা গ্রাহ্য অগ্রাহ্য ভাষায় ব্যবহৃত, যাই করছি তাই গ্রাহ্যে আনছি, গ্রাহ্যচ্যুত তাহাও গ্রাহ্য, অগ্রাহ্য কোথায় ? ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা সর্ব্বত্রই—বিপরীত চিন্তা স্থাপন করলেই বুদ্ধি যে বিপরীত তা স্বীকার করা হবে না, সুতরাং বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াধীনে স্থিত, ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধিতে ন্যস্ত এখন বাহ্য ইন্দ্রিয় ন্যস্ত হতে হতে চরমে গিয়ে যখন সেই বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধি লিপ্ত থেকেও নির্লিপ্তবৎ—কিন্তু সে নির্লিপ্ত নয়, লিপ্ততার মাঝে নির্লিপ্ত সাজলেও লিপ্ততার হাত হতে রেহাই পাচ্ছেনা, সেটা তাদের কথানুযায়ী বৈষয়িক বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়াদিতে নিযুক্ত সেটা বৈষয়িকতা চ্যুত নয় ; এই বৈষয়িক, সাংসারিক বা সামাজিক যে ইন্দ্রিয়াদির গোচরে আসছে, সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতমে, এই বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ক্রিয়মান, এখানে অপবিত্রতা কোথায় ? আর অশুদ্ধতা কোথায়, আর পঙ্কিলতা কোথায় ?

এই প্রাকৃতিক সৃষ্টিতে এই জীব জগতের জীব সবাই যখন সব কিছু সবার গ্রহণ করছে, সব বস্তুই যখন গ্রহণীয়, অগ্রহ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ণীয় যখন কিছুই নেই, সুতরাং এই ক্লেদ পঙ্কিলতা সবই গ্রাহ্য বস্তু, বলতে হবে যে সবই পবিত্র, এখানে একটা নাম ব্যবহার করতে হবে, বলা হউক সব পবিত্র না হয় বলা হউক সব অপবিত্র, বলা হউক সব পাপী না হয় সব নিষ্পাপ, যে কোন একটা শব্দ এখানে ব্যবহার করা সমীচীন, হয় সবই শুদ্ধ না হয় সবই অশুদ্ধ।

আমরা পঙ্কিলতায় থেকে পঙ্কিলতাকে ঘৃণা করছি, তা করতে পারি আপত্তি নেই যদি বুদ্ধি বৃত্তি চিন্তাতে সেটা প্রতিষ্ঠিত থাকে। বিবেক বিচারে সেই পঙ্কিলতা ও ক্লেদ এই দেহের বিচারে সাময়িক গ্রহণ না করলেও দোষদুষ্ট নয়, অন্যের নিকট এটা পরম বস্তু সুতরাং জ্ঞান মার্গের দিক দিয়ে ঐ বস্তু গ্রহণীয়, ঘৃণিতভাষার ব্যবহারিক সাময়িক হলেও অর্থের দিক দিয়ে সেটা সাময়িক নয় সুতরাং সেটা গ্রাহ্য ; যা অগ্রাহ্য বলে বলা হচ্ছে ভাষাতে সেটা সাময়িক, দেহের কখন কোন অবস্থায় কি চাচ্ছে না চাচ্ছে সেটা আমার সাময়িক অপছন্দ বলে নিকৃষ্ট নয় তবে ভাষায় উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট একই অবস্থার অবস্থা।

ছাগ মাংস গোমাংস মাংস ঠিকই, দুজনেই নিয়ে যাচ্ছে, তোমার নিকট যা অপছন্দ অন্যের কাছে সেটা পছন্দ সুতরাং মাংস কথাটা একই বিচার কালীন আমার সমভাবেই গ্রহণ করতে হবে। গ্রহণোপযোগী হিসেবে সাময়িক তা করি বা না করি সেটা স্বেচ্ছাধীন কিন্তু সত্য চিরসত্যই, সেই গোমাংস ভক্ষণ সমর্থন করা যেত যদি সে অনুযায়ী অভ্যাসে পরিণত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Digitized by MoE-IKS

থাকত সুতরাং অভ্যাস বা অনভ্যাসের জন্য যে রুচিভেদ, শুদ্ধতা অশুদ্ধতা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না পবিত্রতা অপবিত্রতা সেখানে আসছে না। রুচির তারতম্য দেশ কাল পাত্র পরিবেষ্টনীর পরিচাপের সাময়িক বিধি ইত্যাদি আইনের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সেটা সর্ব্বত্র প্রযোজ্য নয়; আমাদের খুজতে হবে সত্য, সত্যে উদ্ভাসিত করবে— তাই গ্রহণীয় সেই সত্যই আমাদের চাওয়া, সেই সত্যের দণ্ডে বিষয় বস্তু থাক বা না থাক তার জন্য সত্য অপেক্ষা করবে না, তাতে আমরা টিকি বা না টিকি তাতে কিছু আসে যায় না; আমাদের কে পাপী বলবে, কে অপবাদ দেবে বা নিন্দা করবে তার জন্য কিছু আসে যায় না কারণ সত্য কাউকে ছাড়বে না।

এই সংক্রান্ত ব্যাপারে যে তর্ক বা যুদ্ধ সেটাও ভিত্তিচ্যুতের উপরে উপবেশন করে যুদ্ধ করা ছাড়া কিছু নয়। তারা জোর করে প্রতিষ্ঠা করলে তো চলবে না, প্রতিষ্ঠার মূল বিষয় কোথায়? কতগুলো শব্দ আওড়ালেই তো প্রতিষ্ঠিত হল না, মহাসাগরে তৃণ যেমন ভেসে যায়, এই শব্দগুলো সত্যের উপর সেরকম ভেসেই যাবে, অর্থ চিন্তা করেই তো সেটা বলা হবে, অর্থের সহিত কি সম্পর্ক ও সম্বন্ধ রয়েছে—সেটাই সত্যকে বের করে আনবে। প্রকৃত পবিত্রতা, শুদ্ধতা, একটা শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করা হউক, যাই বলা হউক—একটা শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করলেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায় আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এখানে পবিত্রতা বলার প্রয়োজনও নেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপবিত্রতা বলার প্রয়োজনও নেই, এগুলো শুধু ভাষার মারপ্যাঁচ। পরিদৃশ্যমান এই জগতের, এই রূপের প্রকৃত তত্ত্ব বস্তুর তত্ত্ব বের করে ভেতরে প্রবেশ করে যে জিনিষ বা যে বস্তু বিকশিত হচ্ছে তাই—তা যদি সত্য নাম দেওয়া যায় আর সত্যকে যদি বিশুদ্ধতা নাম দেওয়া যায় তবে বিশুদ্ধতাকে যে কোন নামে অভিহিত করা যেতে পারে, সুতরাং এক নামেই অভিহিত হওয়া উচিৎ, শুদ্ধতা বিশুদ্ধতা নামেই যখন অবস্থিত এর প্রকৃত অর্থ যা বিশ্লেষণে আছে তা বিবেচনা করলে প্রতি-বস্তুতেই সেই শুদ্ধতা অবস্থিত, চিরপবিত্রতা সর্ব্ববস্তুতেই। বস্তু চৈতন্য ছাড়া নয়, চৈতন্যও জীব ছাড়া নয়; জীব ও চৈতন্য যখন একই, জীবও সে পবিত্রতার মধ্যে উপনীত হচ্ছে। জীবের ভেতরে ব্যক্তিগতভাবে যা গ্রাহ্যে বা অগ্রাহ্যে আনছে সেটা সাময়িক ইন্দ্রিয়াদির জন্য, এই ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসে থাকলে সব কিছু আবার গ্রাহ্যে পরিণত হত। তাই কোন বস্তুই কোন ইন্দ্রিয়ের কাছে অগ্রাহ্য নয়, যা হচ্ছে তা অভ্যাসের দ্বারাই চালিত, যেমন মুদ্রিত থেকে অদর্শনের ভাব কিন্তু সে সচেতনচ্যুত নয়। এই 'সচেতন' হল যে জাগরিত বা জাগ্রত অবস্থা বা চেতন অবস্থা বা চৈতন্য অবস্থা, ইন্দ্রিয়গুলো সেই-ভাবেই মুদ্রিতবৎ কিন্তু পবিত্রতার দিক দিয়ে তার বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে 'সচেতন' 'অচেতন' নয়, মুদ্রিত স্বেচ্ছাধীন।

ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি যেই চেতনা বা সচেতনের জন্য বা যে জ্ঞানের জন্য, যে দুর্লভ বস্তু প্রাপ্তির জন্য, যে পঙ্কিলতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূরীভূত করার জন্য, মন ও চিত্ত শুদ্ধির জন্য—প্রকৃত প্রস্তাবে মন চিরশুদ্ধ চিরপবিত্র, আবার ইহাকে শুদ্ধ বা চিরপবিত্র করার কারণ বা প্রশ্ন আসে না। চক্ষু মুদ্রিত করে বা ইন্দ্রিয়াদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রোধ করে, আমি শ্রবণ রহিত দর্শন রহিত বা ঘ্রাণ রহিত তার জন্য যে প্রচেষ্টা বা বিধিপদ্ধতি ইত্যাদি, এগুলো যেমন অমূলক, আছেবস্তুকেই জোর করে আছে করে নেওয়া, এখানে সে কথা আসেই না, যে স্বেচ্ছাকৃত মুদ্রিত স্বেচ্ছায় অপসারিত করলে সুগমতাকেই সহজ করে নেওয়া যায়, সহজই যে আছে। এই ক্রিয়াকাণ্ডগুলোও যে সমস্ত দুর্লভ জাতীয় করে নেওয়া হচ্ছে, প্রকৃত প্রস্তাবে বলপূর্ব্বক, জোর করে, দুর্লভ বলে সহজ বস্তুকেও দুর্লভ বা দুষ্প্রাপ্যবৎ করে নেওয়া হয়েছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যে ইন্দ্রিয়াদি মন বুদ্ধি বৃত্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হচ্ছে, সে গুলো প্রাকৃতিক নিয়মে সহজজাত ও স্বভাব সিদ্ধ, সুতরাং এই জাতীয় পরিশ্রম করা—যে চৈতন্য যে পবিত্রতা যে বিশুদ্ধতা বিদ্যমান, তা সব সময়ই বিদ্যমান, ক্রিয়া কাণ্ডাদির ভেতরে যে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা বা তার পরিণতি, তার মন্ত্রের ব্যাখ্যা করলে এই ব্যাখ্যা হয় যে, চিরপবিত্রতাতে মন থাকে ; মন শুদ্ধ রাখা চিত্ত শুদ্ধ করা এই চাওয়া গুলো কোন চাওয়া হতে বহির্গত। আছে বলেই চাওয়া প্রকারান্তরে বের হয়ে আসছে।

দর্শন শক্তি, ঘ্রাণশক্তি বা শ্রবণ শক্তি আছে বলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শত রোধ করলেও ইন্দ্রিয় গুলো যার যার দিকের বস্তুর অনুসন্ধানে সচেতন। এই সচেতনে চেতন আছে বলেই তো এই চাওয়া সেই চেতন যুক্ত যে চৈতন্য পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতাই যে কোন ভাবে যে কোন প্রকারে এসে সাময়িক যা অভ্যাস বশতঃ গ্রাহ্য অগ্রাহ্যবৎ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ এই অবস্থার মতন গ্রাহ্য অগ্রাহ্য হয়ে সেই চিরপবিত্র ও বিশুদ্ধকে দুষ্প্রাপ্যে পরিণত করেছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে জীব যেমন সব বস্তুকে গ্রাহ্যে আনছে না গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য্য বলে যা আনছে ও নিচ্ছে তাতে পঙ্কিলতা ক্লেদ যা যা গ্রাহ্যে রয়েছে ইহা যেমন অভ্যাসের বশবর্ত্তী ও সাময়িক, ইন্দ্রিয়াদির দিক দিয়ে এই সমস্ত বস্তু যখন বিশুদ্ধ এই পরিবেষ্টনীর পরিচাপে চাওয়া পাওয়া গ্রাহ্য অগ্রাহ্যের মতন প্রকৃত সত্য বা বিশুদ্ধতাকে দুর্লভ করে রেখেছে সুতরাং ইহা দুর্লভ নয় সহজ। এই সহজতার মধ্যে আমরা অবস্থিত। ক্রিয়া কাণ্ড ইত্যাদি নিষ্প্রয়োজন। আবরণ যখন স্বেচ্ছাকৃত নিবারণ ও সেই ভাবেই সুতরাং এখানে সর্ব্বভাবেই ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই দুইভাব অবস্থার বেষ্টনীর উপরে আবার সাময়িক প্রতিষ্ঠিত, সাময়িক ভাবে সাময়িক অভ্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত, আবার এই অভ্যাস সাময়িকের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠা সাময়িক মতলবে সিদ্ধ, এই মতলব ইত্যাদি হিংসা দ্বেষ ইত্যাদির উপরে সিদ্ধ। এই হিংসা দ্বেষ মান অভিমান ইন্দ্রিয়াদির সুখ ভোগ দুঃখ ইত্যাদির পরিচালনার সেবার্থে বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্ত্যর্থে পরিচর্য্যার তৃপ্তির জন্য প্রতিষ্ঠিত। পরিতৃপ্তির বৈষম্য ঘটলেই নানা প্রকার তৃপ্তির জন্য যে যুক্তি আওড়ানো হয় সে যুক্তি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সাময়িক সুবিধার্থে; তার জন্যই সে যুক্তি যুক্তিসিদ্ধ নয়। তবে ব্যবহারিক দিক দিয়ে সাময়িক ব্যবহারে 'অযুক্তি' নয় তবে সাময়িক যে কোন অবস্থা সাময়িকই, এই ভাব ভঙ্গিমার উপরে চির পবিত্রতাকে এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা এই বিষয় বস্তু এর মধ্যে আরোপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়; বিষয় বস্তুর যে তারতম্য যে ভাব, ইন্দ্রিয়াদির ভেতর দিয়ে যা চলছে সেদিক দিয়ে সত্য বা পবিত্রতাচ্যুত নয়।

ভাষার দিক দিয়ে এর উপর যা যা ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আরোপ করা হচ্ছে, ভাষার অর্থ বোধে বস্তু চিন্তা করলে সেখানেই বৈষম্য ঘটছে, কারণ ইন্দ্রিয়াদির ভেতরে গ্রাহ্য অগ্রাহ্য যা কিছু চলে যাচ্ছে, সত্য বস্তু বা বিশুদ্ধ বস্তুর জন্য কিছু যায় আসে না। কারণ চিরসত্য চির বিশুদ্ধ, চির পবিত্র যে অবস্থা তা কোন অবস্থার জন্য নড়চড় হয় না, বুদ্ধি বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি যখন স্বেচ্ছায় স্ব-অধীনে স্থিত, যাতে মুদ্রিত করে দুষ্প্রাপ্য বলে দূরে সরিয়ে না রাখা হয় তারজন্যই এই সমস্ত বলা, প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা কোন অবস্থায় বা কোন পথ অবলম্বন করে আছি, আমরা যখন সেই বিশ্লেষণে যাই বা বস্তুর ব্যাখ্যায় যাই সেই ব্যাখ্যায় যা আসবে যা ইন্দ্রিয়াদির গোচরে দৃষ্ট হবে তাই আমাদের গ্রহণীয়। তাতেই মনোনিবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা, তার মধ্যে চিন্তা ন্যস্ত করা এবং স্বেচ্ছায় বুদ্ধি বৃত্তি ইত্যাদি সে বস্তুতে নিবিষ্ট করলে তবেই প্রকৃত সত্যে যে আমরা আছি, সত্যই যে, তাই যে চির পবিত্র এবং সে পবিত্রতা—আমরা জীব তা ছাড়া যে নয় তাই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই দেহে এই বোধকেই বোধগম্য করার জন্য যে সাময়িক অবস্থার পরিচাপে পেষিত হচ্ছি, যাতে এ না হতে হয় তার জন্যই বলা।

এই ব্যাপারের জন্যই এ জাতীয় বহু বহু প্রলাপ জাতীয় বাক্য আওড়িয়ে আরো বেশী তমসাচ্ছন্ন হয়ে, অন্ধকারে হাতড়ে যাচ্ছি, যাতে তা না হয় তার জন্যই বলা, আজ বিষয় বস্তুতে সংযুক্ত থেকেও আমরা দূর থেকে হিংসা-দ্বেষ সৃষ্টি করে একটা বিকট অবস্থায় দাড়িয়ে গেছি, এ অবস্থায় যাতে পরিণত হতে না হয় তার জন্যই বলা। মনের এই সাময়িক অভ্যাসে বা ধারাবাহিক চাপে পড়ে আমরা যে বিভ্রান্ত হয়ে প্রকৃত পবিত্রতাচ্যুত বিশুদ্ধতাচ্যুত সত্যচ্যুত অবস্থায় দিশেহারা অবস্থায় নিজের মনের ভেতরে ঘুরে মরছি, সেই সমস্যার সমাধানেও পৌছতে পারা যাচ্ছে না, যাতে ঐ অবস্থায় না যায় তার জন্য বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান করে চিরপবিত্রতাতে যে আছি সেই চির পবিত্রতাতে যে প্রতিষ্ঠিত আছি তার দিশে দিশকরা। এই দৃশ্যমান জগতে জীবের ভেতরে যে জাতিভেদের সৃষ্টিকরা হয়েছে এই জাতিতে যে বিজাতি বা জাতি আছে তাতে যা যা দৃষ্টিতে আসছে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা বা নিজের মনের ব্যাখ্যা বা যা যেভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সব জীবের জাতিতেই গ্রহণীয় হিসাবে তা আছে, আজ তোমার কাছে যা অগ্রাহ্য অন্য জীবের জাতির কাছে তা গ্রাহ্য, তোমার কাছে যা ভাল লাগে না অন্য জাতির কাছে তা ভাল লাগছে, তার ভাল না লাগা আমার ভাল লাগছে, আমার পরিত্যক্ত তার ভোগ্য তার পরিত্যক্ত আমার ভোগ্য, এই ভাবেই যখন চলছে এই সাময়িক রীতি গুলো নীতি জাতীয়তায় পরিণত হচ্ছে ইহা নীতি বিরোধী তার কারণ সমস্ত জাতি হচ্ছে জীব, জীব একই অবস্থাতে যখন আবির্ভূত বা বহির্ভূত এই ধরাতলে, সুতরাং, একই অবস্থায় অবস্থিত হয়ে সব কিছু নিয়ে এই ধরাতলে অবস্থিত।

একই সত্তার সত্যের সত্তায় বৈষম্য থাকতে পারে না তার কয়েকটি কারণ দেখান হচ্ছে, ইন্দ্রিয়াদির পরিচালনা—বৃত্তিগুলো এক। এই বৃত্তি অনুযায়ী নিবৃত্তিগুলো এক। এই নিবৃত্তির ধারাবাহিক যে চেতনা সর্ব্বজীবে অবস্থিত এই চেতনাই চৈতন্য, জীবই চৈতন্য, আমি, তুমি, এই পরিদৃশ্যমান জগত কিছুই চৈতন্য ছাড়া নয়, ইন্দ্রিয়গুলোর বৃত্তি একই চৈতন্যাধীনে চৈতন্য সংযুক্ত। চৈতন্য চিরপবিত্র ও বিশুদ্ধ। সুতরাং জীব বিশুদ্ধ, জাতি বিশুদ্ধ আমরা বিশুদ্ধ, অশুদ্ধতার চর্চা বা আলাপ ভাষায় ভাসমান, বিশুদ্ধতায় অশুদ্ধ অবাঞ্ছনীয়বৎ যত প্রকার অবাঞ্ছা কল্পতরুবৎ, অবাঞ্ছনীয় জাতীয় ভাষা বাঞ্ছার দিক দিয়ে অবাঞ্ছিত তার কারণ এই বাঞ্ছা যে কল্পতরুতে অবস্থিত নেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই বাঞ্ছা হল সেই আদি বস্তু, যেই আদির কল্পনায় জীব ও পরিদৃশ্যমান জগত বা যে ইচ্ছার প্রভাবে এই জীব সেই আদি আদিতেই অবস্থিত। তার আলাপ এখানে সাময়িক স্থগিত রাখা হল, আদির বিশ্লেষণ পরবর্ত্তী।

এখন যে আলাপের প্রসঙ্গ চলছে সেই প্রসঙ্গ হতে ঐ ভাসমান বা অবাঞ্ছাজাতীয় যে ভাষা এসে উপস্থিত হয়েছে ইহা সাময়িক, সাময়িক কখনও সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, সাময়িক আসে সাময়িক যায়। গর্দ্দভ মিষ্টি বহন করে নেয় তার জন্য মিষ্টত্বে গর্দ্দভযুক্ত নেই, তার স্বাদ গ্রহণ করলে এই কথা বলবেনা যে মিষ্টিতে গর্দ্দভযুক্ত। সেই জাতীয় চিরপবিত্রতা ও বিশুদ্ধতাকে ভাষায় বহন করলেও পবিত্রতার সাথে ভাষার কোন ঘনিষ্ঠতা নেই, তার স্বাদ স্বতন্ত্র গর্দ্দভের স্বাদ স্বতন্ত্র, সুতরাং দুই বস্তুকে একত্রিত করলে কোন বস্তুরই রূপ দেওয়া যাবেনা, এটা বিকৃত রূপ ধারণ করবে।

আজ সত্য পবিত্রতাও বিশুদ্ধতা এই বিকৃত আকার ধারণ করছে যে মিষ্টি বুঝালে গর্দ্দভ, গর্দ্দভ বুঝালে মিষ্টি এই যদি হয় কারোও কোনটা গ্রহণ করা হবে না। সেই জাতির চির পবিত্রতায় বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধতায় চিরপবিত্রতা, এই দুইকে বাছতে গেলে কোনটাতেই যাওয়া হবে না সুতরাং ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে এই পবিত্রভাব বা সত্য বহুদূরে থাকবে এই পবিত্রতা—আমরা সেই পবিত্রতারই প্রতীক।

——

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর সম্বন্ধে অন্যান্য পুস্তক—

১। শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারীর দর্শনসার—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পি-এচ ডি।

২। শ্রীমৎ বালকব্রহ্মচারী উপদিষ্ট
তত্ত্বালোক—শ্রীঅনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য,
ন্যায়-তর্কতী

৩। শ্রীশ্রীবালকব্রহ্মচারীর শৈশবকাহিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi